যুগান্তর

তারিখ ... 6 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

প্রাক-প্রাথমিক ও মিড-ডে-মিল

অনেক শিশুই সকালে স্কুলে আসে না খেয়ে। মানসম্মত খাবার পেলে স্বভাবতই তার আগ্রহ বাড়বে।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে আমূল পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অন্যতম। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতেই প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে যায়, যাদের মধ্যে মেয়েশিশুর সংখ্যা বেশি। হাওর-বাঁওড়, প্রত্যন্ত অঞ্চল ও চরাঞ্চলে এ হার আরও বেশি। সেক্ষেত্রে বড় একটি অংশকে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাইরে রেখে আর যা-ই হোক, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এদিক বিবেচনা করে সরকার চালু করতে যাচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রম। বিশেষত দুর্গম অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ঘরে শিশুবান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এর বাইরেও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি কক্ষ বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকবে। আগামী ১-২ বছরের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে এ কার্যক্রম। ঝরে পড়ার হার প্রতিরোধসহ শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলার লক্ষ্যে চরম দারিদ্র্যপীড়িত ৮০টি উপজেলার ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে চলতি বছর থেকেই স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় টিফিন পিরিয়ডে উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন খাবার সরবরাহ করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনের হার বৃদ্ধিতে এটি কার্যকর বলে মনে করা হয়। প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে এটি সফল হয়েছে বলে জানা যায়। পর্যায়ক্রমে দেশের সব ক'টি উপজেলার ২ হাজার ১০০টি কেন্দ্রে চালু করা হবে মিড-ডে-মিল কর্মসূচি। এজন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রায় ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে, শিশুদের মিড-ডে-মিল কর্মসূচি নিয়ে যেন কোন অবস্থাতেই দুর্নীতি না হয়। দেশে প্রায় সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে, এমনটি ভাবার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় পর্যায়ের সৎ ব্যক্তি ও অভিভাবক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ছোট একটি কমিটি করে দেয়া বাঞ্ছনীয়, যারা কাজটি দেখাশোনা করবেন। স্বল্পমূল্যে যথার্থ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত করা সহজ নয়। সেক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সহজলভ্য শাকসবজিসহ চাল-ডাল-গম-ভুট্টা আহরণ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাসিপচা-দূষিত খাবার কোন অবস্থাতেই সরবরাহ করা যাবে না। পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে সুপেয় পানি। দুর্নীতি-অব্যবস্থাপনা কমিয়ে আনতে পারলে মিড-ডে-মিল কর্মসূচি সফল হতে বাধ্য। শিক্ষার প্রতি এক ধরনের ভীতি কাজ করার পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হারও কম নয়। অনেক শিশুই সকালে স্কুলে আসে না খেয়ে। মানসম্মত খাবার পেলে স্বভাবতই তার আগ্রহ বাড়বে। শিক্ষা ও স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হবে সে। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পটি যাতে স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। ভিশন ২০২১-এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে হলে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।